সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮৭
WEEKLY BOOKLET:387

বুখারী শরীফের প্রথম ও শেষ হাদীস

বুখারী শরীফ কীভাবে লেখা হলো?	০৩
ইবাদত দুই প্রকার	০৯
আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করার সাতটি পদ্ধতি	১৫
নিয়্যতের ওপর আমলের অদ্ভুত ধরন	২০

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বুখারী শরীফের প্রথম ও শেষ হাদীস(১)

আত্তারের দোয়া: ইয়া রাব্বে মুস্তফা! যে কেউ এই **"বুখারী শরীফের প্রথম ও শেষ হাদীস"** পুস্তিকাটি পাঠ করবে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার প্রিয় সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত দ্বারা ধন্য করে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশাধিকার দান করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত হাফস বিন আবদুল্লাহ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত আবু যুরআ রাযি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে ওফাতের পর স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি প্রথম আসমানে ফেরেশতাদের নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে আবু যুরআ! আপনি এই নেয়ামত কোন ইবাদতের বিনিময়ে পেয়েছেন?

১... ১০ শাওয়াল শরীফে আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর "বিলাদত দিবস"। এই উপলক্ষ্যে দাওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনায় "দাওরায়ে হাদীস শরীফ" এর শিক্ষার্থীদের মাঝে (বুখারী শরীফের উদ্বোধনী ক্লাস) ইফতিতাহে বুখারী আয়োজিত হয়ে থাকে, ১০ শাওয়াল ১৪৪২ ও ১৪৪৩ হিজরী অনুযায়ী ২২ মে ২০২১ ও ১১ মে ২০২২ সালের ইফতিতাহে বুখারী উপলক্ষ্যে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসে পাক পাঠ করিয়ে এ সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল বর্ণনা করেন, যা প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্ধন সহকারে আল মদীনাতুল ইলমিয়ার "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন" বিভাগের পক্ষ থেকে পুস্তিকা আকারে উপস্থাপন করা হলো।

www.dawateislami.net

বললেন: "আমি আমার হাতে দশ লাখ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি এবং প্রত্যেক হাদীসে "عَنِ النَّبِيِّ" এরপর "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" বলেছি আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মুসলমান আমার ওপর একবার দরূদে পাক প্রেরণ করে, তবে আল্লাহ পাক তার ওপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।" **(তারিখে বাগদাদ, ১০/৩৩৪)** اَلْحَمْدُ لِلّٰه বোঝা গেল, এসব দরূদ ও সালামের বরকত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই ঘটনায় যে বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখেছে, অর্থাৎ ইমামুল মুহাদ্দীসিন হযরত আবু যুরআ উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল করীম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ২৬৪ হিজরী) তিনি সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী ছিলেন। তাছাড়া বুখারী শরীফের শেষ হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যেও তাঁর নাম উজ্জ্বলভাবে উল্লেখিত।

ইমাম বুখারী ও বুখারী শরীফ

হে আশিকানে রাসুল! "বুখারী শরীফ" হাদীসে মুবাকার খুবই বরকতময় ও মহান কিতাব, এই কিতাবের পূর্ণ নাম, যা ইমামুল মুহাদ্দীসিন আবু আবদুল্লাহ হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রেখেছেন, তা হলো: اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ۔ **(তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১/৯১)**

বুখারী শরীফ সম্পর্কে বলা হয়: اَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ اَلصَّحِيْحُ الْبُخَارِيُّ অর্থাৎ কুরআনুল করীমের পর সবচেয়ে নির্ভুল কিতাব হলো সহীহ বুখারী।

www.dawateislami.net

(নুযহাতুত তানকীহ, ১/১২৩) ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাধি হলো "আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস"।

বুখারী শরীফ কীভাবে লেখা হলো?

হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আশিকে রাসূল এবং নেক পরহেযগার বুযুর্গ ছিলেন, মহান আলিমে দ্বীন এবং মুহাদ্দিস ছিলেন, আদবের অবস্থা এমন ছিলো যে, প্রতিটি হাদীস লেখা এবং কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে গোসল করতেন, অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়ে হাদীসে পাকের সিহহাত (অর্থাৎ নির্দিষ্ট শর্তাবলীর কারণে সহীহ হওয়া) এর ব্যাপারে ইস্তিখারা করতেন এবং এরপর তা কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বুখারী শরীফ ১৬ বছর বয়সে রচনা করেন।

(ফতহুল বারি, ১/৪৬১)

বুখারী শরীফে কতটি হাদীস রয়েছে?

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এই কিতাবের জন্য ছয় লাখ হাদীসের মধ্য থেকে মাত্র সাত হাজারের কিছু বেশি হাদীস নির্বাচন করেছেন। **(তারিখে বাগদাদ, ২/১৪)** বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখ করেন যে, শায়খুল ইসলাম ইমামুল মুহাদ্দীসিন হযরত আল্লামা হাফেয ইবনে হাজর আসকালানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গবেষণা অনুযায়ী "সহীহ বুখারী শরীফ" হাদীসে মুবারাকার মোট সংখ্যা সাত হাজার তিনশ সাতানব্বইটি (৭৩৯৭)। **(নুযহাতুল কারী, ১/১৩৬)**

www.dawateislami.net

বুখারী শরীফ লেখার কারণ

"সহীহ বুখারী শরীফ" লেখার কারণ ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত উস্তাদের উৎসাহ ছিলো, যেমনটি ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত উস্তাদ হযরত ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন তাঁর শাগরেদদের বলেন: যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয় তবে এমন একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব লিখো, যাতে সহীহ হাদীসই থাকবে। তখন তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে দিলেন যে, এমন একটি কিতাব লিখবো।

(তারিখ ইবনে আসাকির, ৫২/৭২)

সহীহ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য

সাধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, হাদীসের কিছু প্রকার রয়েছে। "সহীহ" হলো হাদীসে পাকের সর্বোচ্চ স্তর, যা সনদ ও মতনের নির্ভুলতার ভিত্তিতে ব্যাপক যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এর অর্থ কখনোই এমন নয় যে, সহীহ হাদীসের তুলনায় অন্যান্য হাদীস সমূহ ভুল; বরং সেই হাদীসগুলোরও নিজস্ব সংজ্ঞা রয়েছে। তবে বুখারী শরীফে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসসমূহই সংকলন করা হয়েছে।

বুখারী শরীফের বরকত

হে আশিকানে রাসুল! বিপদ দূর হওয়ার জন্য "বুখারী শরীফ" এর খতমকে বুযুর্গরা পরীক্ষিত লিখেছেন। হযরত ইমাম আসীলুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার এবং অন্যদের বিপদ ও সমস্যার জন্য "বুখারী শরীফ" এর ১২০ বার খতম করেছি, ব্যস সকল আশা ও প্রয়োজন পূরণ হয়েছে। এই সকল বরকত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই। খরায় (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

বৃষ্টি না হলে এবং ফসল উৎপাদন না হলে, তখন) যদি এই কিতাব পড়া হয় তবে বৃষ্টি হয়ে যাবে এবং যেই নৌকায় এই কিতাব থাকে, তা কখনো ডুববে না। **(মিরকাত, ১/৫৪)** বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বুখারী শরীফ খতমের সময় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারও লাভ করেছেন। **(আল ফাওয়াইদুদ দারারি, ১/১৫৭)** আল্লাহ পাক বুখারী শরীফকে বিশাল গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও এখনো এই বরকতময় কিতাব ইসলামী মাদরাসা গুলোতে পড়ানো হয়। আল্লাহ পাক আমাদের এই মুবারক কিতাবের বরকত নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমার কিতাবের দরস কেন দাও না?

হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বহু কিতাব রচনা করেছেন, কিন্তু যেই গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি "সহীহ বুখারী শরীফ" এর রয়েছে, তা অন্য কোনো কিতাব পায়নি। হযরত ইমাম আবু যায়েদ মুহাম্মদ বিন আহমদ মারওয়াযি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মক্কায়ে পাকে মকামে ইব্রাহীম ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে আবু যায়েদ! আমার কিতাবের দরস কেনো দাও না? আরয করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনার কিতাব কোনটি? তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "জামে মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল" অর্থাৎ ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব "সহীহ বুখারী।" **(আত তাদভীন ফি ইখবারি কাযভিন, ২/৪৬)**

www.dawateislami.net

বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস

عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى،
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اَوْ اِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ

অনুবাদ: হযরত আলকামা বিন ওয়াক্কাস লায়সী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে মিম্বর শরীফে দাঁড়িয়ে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: নিশ্চয়ই আমল তার নিয়্যতের ওপরই নির্ভরশীল এবং প্রতিটি মানুষের জন্য তাই থাকবে, যা সে নিয়্যত করেছে। সুতরাং যার হিজরত দুনিয়া অর্জনের জন্য অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, তবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যে হবে, যার জন্য সে হিজরত করেছে। **(সহীহ বুখারী, ১/৫, হাদীস ১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসের ব্যাখ্যা ও রাবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উল্লেখিত হাদীসে মুবারকার রাবি (বর্ণনাকারী) হলেন মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, আমিরুল মু'মিনীন হযরত আবু হাফস ওমর ইবনুল খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। আল্লাহর প্রিয় রাসুল, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি ইসলাম গ্রহণকারী ৪০তম মুসলমান ছিলেন, এজন্য তাঁকে "مُتَمِّمُ الْاَرْبَعِيْن" (অর্থাৎ চল্লিশ সংখ্যা পূর্ণকারী)ও বলা হয়। **(ইবনে মাজাহ, ১/৭৭, হাদীস: ১০৫। মু'জামুল কবীর, ১২/৪৭, হাদীস ১২৪৭০)** তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ ঐ দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদেরকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষ ভাবে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন)। হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে ৫৩৯টি হাদীসে মুবারাকা বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮১টি বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে। **(তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/৩২৫)** তাঁর পবিত্র অবস্থা সম্পর্কে জানতে মাকতাবাতুল মদীনার দুই খণ্ড বিশিষ্ট কিতাব "ফয়যানে ফারুকে আযম" এবং পুস্তিকা "কারামাতে ফারুকে আযম" পাঠ করা উপকারী।

সাহাবা আওর আহলে বাইত কি দিল মে মুহাব্বাত হে
বা-ফয়যানে রযা মে হো গাদা ফারুকে আযম কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাকের "اَلْاَعْمَالُ" শব্দের অর্থ

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত আল্লামা শরিফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এতে (অর্থাৎ বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসে পাকের "اَلْاَعْمَالُ" শব্দটিতে) ইবাদত, হারাম কাজ, মাকরূহ, মুবাহ সবই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য শুধুমাত্র নেক কাজ এবং গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তবে মুবাহও। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/২২৪, ১নং হাদীসের পাদটিকা)** অর্থাৎ যদি কোন মুবাক কাজও ভালো নিয়্যত সহকারে করা হয় তবে তা ইবাদত হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নিয়্যত কাকে বলে?

হযরত আল্লামা শরিফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "نِيَّات" হলো نِيَّت (নিয়্যতের) বহুবচন, নিয়্যত মনের দৃঢ় ইচ্ছাকে বলা হয়, তা যে কোন বিষয়ের হোক এবং শরীয়তে ইবাদতের ইচ্ছাকে নিয়্যত বলে। যে কোন ভালো কাজের সাওয়াব নিয়্যতের মাধ্যমেই পাবে, নিয়্যত ব্যতীত কোন সাওয়াব পাবে না। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/২২৪,২২৭, ১নং হাদীসের পাদটীকা)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী

১. মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

২. ভালো নিয়্যত মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

(মুসনাদুল ফিরদাউস, ৪/৩০৫, হাদীস: ৬৮৯৫)

৩. যে নেকীর ইচ্ছা করলো, অতঃপর তা করলো না, তবে তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। **(মুসলিম, ৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩৭)**

দৃঢ় ইচ্ছার অর্থ হলো যে, আমি এই কাজ করবোই করবো, যদি বিভ্রান্ত হয় অর্থাৎ এটা হলে করবো, ঐটা হলে করবো, চেষ্টা করবো ইত্যাদি, তবে এটা সেই নিয়্যত নয়, যার জন্য সাওয়াবের সুসংবাদ বর্ণনা করা হচ্ছে।

বুযুর্গানে দ্বীন ও ইলমে নিয়্যত

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن আমলের আগে নিয়্যত শিখতেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আগের লোকেরা আমলের জন্য এভাবে নিয়্যত শিখতেন, যেভাবে আমল শিখতেন।

(কুতুল কুলুব, ২/২৬৮)

www.dawateislami.net

কিছু কিছু ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: আমলের আগে তার নিয়্যত শিখো! আর যতক্ষণ তুমি নেকীর নিয়্যতের উপর থাকবে, কল্যাণের উপর থাকবে। **(কুতুল কুলুব, ২/২৬৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অতীতে রীতিমতো "নিয়্যত" শিখানো হতো, এটি একটি বড় বিষয় ছিল। সেখানেও নিয়্যতের আলিম ছিলো, এখন তো আল্লাহই ভালো জানেন। সাধারণত এখন মাদরাসায় নিয়্যতের অধ্যায় বিশদভাবে পড়ানো হয় না, পূর্বের তুলনায় এখন দরসে নেযামীর সময়সীমাও কমে গেছে, আল্লাহ পাক জানে ভবিষ্যতে কী হবে? হয়তো শুধুমাত্র বিষয়টিই রয়ে যাবে। এর কারণ হলো যে, আমাদের ইলমে দ্বীন অর্জন করার প্রতি আগ্রহ অনেক কমে গেছে। আল্লাহ পাক দাওয়াতে ইসলামীকে নিরাপদ রাখুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه (বয়েজ এ্যান্ড গার্লসের) বড় একটি অংশ যারা জামেয়াতুল মদীনায় ইলমে দ্বীন শিখতে আসছে, অন্যথায় পরিস্থিতি খুবই নাজুক হয়ে যাচ্ছে।

ইবাদত দুই প্রকার

হে আশিকানে রাসূল! ইবাদত ও নিয়্যতের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমনটি ইবাদতের দু'টি প্রকার:

১. ইবাদতে মাকসুদা: যেমন; নামায, রোযা, এর দ্বারা মূলত সাওয়াব অর্জন করা উদ্দেশ্যে। এগুলো যদি নিয়্যত ব্যতীত করা হয় তবে তা বিশুদ্ধ হবে না। এই কারণে যে, এগুলো করার উদ্দেশ্যই ছিলো সাওয়াব অর্জন করা এবং যখন সাওয়াবই শেষ হয়ে গেলো তবে এর কারণে আসল বিষয়টিই আদায় হবে না (অর্থাৎ নিয়্যত ব্যতীত নামায

www.dawateislami.net

রোযা হবেই না) অনুরূপ ভাবে ইবাদতে মাকসুদা যাই হবে তা নিয়্যত ব্যতীত শুদ্ধ হবে না।

২. আর দ্বিতীয় প্রকাল হলো: ইবাদতে গাইরে মাকসুদা। যা অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যম হয়, যেমন; নামাযের জন্য হাঁটা, ওযু বা গোসল ইত্যাদি। এই ইবাদতে গাইরে মাকসুদাকে যদি কেউ ইবাদতের নিয়্যত সহকারে করে, তাহলে সে সাওয়াব পাবে আর নিয়্যত ব্যতীত ওযু ও গোসলকারীর নামায বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/২২৬)** ধরে নিন: যায়েদ অযু অবস্থায় ছিল না, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো এবং তার ওযুর সমস্ত অঙ্গ বৃষ্টির পানিতে ধৌত হয়ে গেল তবে এমতাবস্থায় যায়েদের ওযুর নিয়্যত ছিল না, কিন্তু যেহেতু তার ওযুর অঙ্গসমূহ ধৌত হয়ে গেছে অর্থাৎ ওযুর সমস্ত অঙ্গে কমপক্ষে দুই ফোঁটা পানি প্রবাহিত হয়ে গেছে এবং মাথাও কমপক্ষে পানিতে ভিজে গেছে তবে তার ওযু হয়েছে কিন্তু ওযুর সাওয়াব পাবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিয়্যত পরিবর্তনে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়

আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে, এক ব্যক্তি চাঁদা দিয়ে মসজিদ নির্মাণে অংশ গ্রহণ করলো, সেই কারণে নিজের নামও পাথরে খোদাই করতে চায়। নাম লেখানো কী শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক নাকি সঠিক নয়? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তরে বলেন: নাম লেখার হুকুম নিয়্যত পরিবর্তনের ফলে ভিন্ন হয়ে যায়, যদি নিয়্যত লোক দেখানো (রিয়া) হয়, তবে এটি হারাম ও অভিশপ্ত আর যদি এই নিয়্যত হয় যে, যতদিন নাম লেখা থাকবে মুসলমানরা দোয়া সহকারে

www.dawateislami.net

স্মরণ করবে, তবে সমস্যা নেই এবং সর্বাবস্থায় মুসলমানের নেক কাজ নিয়্যতের ওপরই মূল্যায়ন করা হবে। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৮৯)**

কাউকে রিয়াকার বলবে না, মনে করবে না

হে আশিকানে রাসূল! আমরা মুসলমানদের প্রতি সুধারণা রাখবো যে, সে কোন মসজিদ বা কিতাব কিংবা অন্য কোনো ইবাদতের জিনিসে নাম লেখালো, আমরা মুহূর্তেই তাকে রিয়াকার বলবো না। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুধারণা গীবতের চেয়ে কম গুনাহ নয়। ধরুন! কেউ রিয়াকার হলেও তবে রিয়ার সম্পর্ক অন্তরের সাথে আর এটি অন্তরের রোগের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের নিকট এমন কোনো যন্ত্র নেই, যা দিয়ে আমরা জেনে যাবো যে, সে নাম রিয়ার জন্য লিখেছে, যদিও সে রিয়াকার হয় সে আল্লাহর নিকট রিয়াকার। আমরা যদি তার ব্যাপারে এরূপ ভাবি তবে এতে কুধারণা করে আমরা গুনাহগার হয়ে গেছি এবং বলেও দিয়েছি যে, সে রিয়া করছে তবে তো তা অপবাদ হয়ে গেলো, যা কুধারণার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হতে পারে, এটি হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ, মানুষ তো কথায় কথায় বলে দেয় যে, "সে মিথ্যা বলছে, লোক দেখাচ্ছে, সে এই কারণে করছে, ঐ কারণে করছে", অনেক সময় আমরা বিনা কারণে এমন কথা বলে থাকি, যা অপবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, অপবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে একটি হাদীসে পাক খুবই ভীতিকর যে, "অপবাদ দাতাকে "**রদগাতুল খাবাল**" এ রাখা হবে, যতক্ষণ না সে তার অপবাদ থেকে মুক্তি পায়।" **(আবু দাউদ, ৩/৪২৭; হাদীস: ৩৫৯৭)** রদগাতুল খাবাল এমন একটি স্থান, যেখানে জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজ জমা হয়। **(মাআলিমুস সুনান, ৩/১৭৫)** আসলেই অপবাদ খুবই মারাত্মক। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে

www.dawateislami.net

অপবাদের কিছু উদাহরণ হলো: কারো ব্যাপারে বলি: সে স্বার্থপর, নিজের স্বার্থের জন্য করে, স্বার্থ থাকলে কাজ করে অন্যথায় করে না, এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কথাবার্তা শতভাগ অপবাদই হয়ে থাকে।

সুন্দর বার্তা

যদিও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি বিষয়ই আমার (অর্থাৎ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর) পছন্দ, তবে কথাবার্তা সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বিষয় আমার খুবই পছন্দ হলো, আর তা হলো: "নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কারও সঙ্গে এমন কোনো কথা বলতেন না, যা সে অপছন্দ করে।"

(শামায়িলে মুহাম্মদিয়া, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৯)

আল্লাহর শপথ! এটি এমন একটি সুন্দর মাদানী ফুল যে, যদি এই মুবারক সুন্নাত আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তবে সমস্ত বিবাদ-কলহ শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক যেন কথাবার্তা বলার পূর্বে আমাদের এরূপ চিন্তা করার অভ্যাস হয়ে যায় যে, আমি যে কথা বলবো, তা কি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলতেন? আমি যা বলবো, তা কি শ্রোতা পছন্দ করবে? বিশেষত যদি শয়রী ভাবে সে কথা বলার প্রয়োজনীয়তাও নেই। এইভাবে চিন্তা করলে আমার মনে হয় যে, আমরা অনেক সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাবো। আমাদের পরিবেশ মদীনা মদীনা হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক যেন আমাকেও এই সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দ্বীনের এক-তৃতীয়াংশ

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং অন্যান্য আয়িম্মায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এই হাদীসে পাক "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" এর ব্যাপারে বলেন: এই হাদীস হলো "ثُلُثِ اسلام" অর্থাৎ দ্বীনের এক-তৃতীয়াংশ। **(শরহে মুসলিম লিন নববী, ১৩/৫৩)**

ইমামুল ফুকাহা ও মুহাদ্দীসিন, আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে পাকে নিয়্যতের বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইসলামের আহকামের অনুযায়ী আমল তিন প্রকারের হয়ে থাকে: ১. কথায় ২. কাজে এবং ৩. নিয়্যতে। সুতরাং "নিয়্যত হলো ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ।" **(উমদাতুল ক্বারী, ১/৪৯, হাদীস: ১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইবাদতের দুই অংশ

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইবাদতের দুটি অংশ রয়েছে: ১. নিয়্যত এবং ২. আমল।

তবে নিয়্যতই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (Parts of Body) মাধ্যমে আমল করার উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, এই আমলের প্রভাব অন্তরে পড়ে এবং অন্তর কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে, যেমন; সিজদা করার উদ্দেশ্য শুধু কপাল মাটিতে রাখা নয়, বরং অন্তরে বিনয় সৃষ্টি করা। এভাবে যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্য শুধু এটা নয় যে, সম্পদ নিজের মালিকানা থেকে বের হয়ে যাওয়া, বরং অন্তর থেকে কৃপণতার আবর্জনা দূর করাই উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্য অন্তর থেকে সম্পদের আসক্তি দূর করার মাধ্যমে অর্জিত হবে। তাই আপনারাও

www.dawateislami.net

চেষ্টা করুন যে, নিজের সকল আমলে ভালো নিয়্যতের আধিক্য করা। এমনকি একটি আমলের জন্য একাধিক নিয়্যত করুন। আপনার আন্তরিকতা যদি সত্য হয়, তবে আপনি ভালো ভালো নিয়্যত করার পদ্ধতি শিখতে সফল হবেন। اِنْ شَآءَ الله **(আল মাদখাল, ১/৭)**

ভালো নিয়্যতের উপকারীতা ও খারাপ নিয়্যতের ক্ষতিসমূহ

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের সাওয়াব যেহেতু ভালো নিয়্যতেরই কারণে অর্জিত হয় এবং খারাপ নিয়্যত দ্বারা ভালো থেকে ভালো কাজও অর্থহীন হয়ে যায়। তাই ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস দ্বারা কিতাবের সূচনা করেছেন, যাতে পাঠক ও পাঠ দানকারী, উস্তাদ ও শাগরেদ, পড়া ও পড়ানোর ভালো নিয়্যত সহকারে করে, কোন খারাপ নিয়্যতে যেনো না করে, অন্যথায় সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/২৩০)**

ইমাম শামসুদ্দীন বার্মাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাই ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তাঁর নিয়্যতকে খাঁটি ও উদ্দেশ্য নির্মল করলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবকে সৃষ্টিজগতের জন্য উপকারী বানিয়ে দিয়েছেন।

(আল লামিউস সাবীহ বিশরহিল জামেঈস সহীহ, ১/১৭, ১নং হাদীসের পাদটীকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কিতাব লেখার নিয়্যত

ইমাম আবু দাউদ তায়ালীসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: আলিমের জন্য আবশ্যক যে, যখন কোনো কিতাব লিখবে, তখন তাঁর নিয়্যতে দ্বীনের সাহায্য যেনো উদ্দেশ্য হয়, এমন নিয়্যত যেনো না হয়, ভালো কিতাবের কারণে মানুষ আমাকে ভালো মনে করবে, যদি এমন নিয়্যত করে, তবে একনিষ্টতা নষ্ট হয়ে যাবে। **(তাযীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা ২৬)**

www.dawateislami.net

কুরআনে করীমের ২৬তম পারার সূরা মুহাম্মদের ৭নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্য করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দেবেন।

আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করার সাতটি পদ্ধতি

"তাফসীরে সীরাতুল জিনানে" উল্লেখ রয়েছে: আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্যের অনেক পদ্ধতি রয়েছে, তার মধ্যে সাতটি নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ পাকের দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য শত্রুদের সাথে কথা, কলম এবং তলোয়ার দিয়ে জিহাদ করা। ২. দ্বীনের দলীলসমূহ স্পষ্ট করা, এতে থাকা সন্দেহগুলো দূর করা, দ্বীনের আহকাম, ফরয, সুন্নাত, হালাল ও হারামের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা। ৩. নেকীর আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা। ৪. দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা। ৫. ঐ সকল যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ওলামা যারা নিজেদের জীবনকে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে ওয়াকফ করেছেন, তাঁদের নেক উদ্দেশ্যে তাঁদের সহযোগিতা করা। ৬. নেক ও জায়িয কাজের জন্য সম্পদ ব্যয় করা। ৭. ওলামা ও মুবাল্লিগদের আর্থিক সহযোগিতা করে তাঁদের দ্বীনের খেদমত করার জন্য চিন্তা মুক্ত করে দেয়া। এই সাতটি পদ্ধতি ব্যতীতও আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যা আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৯/২৯৮)

www.dawateislami.net

মুসলমান ভালো নিয়্যতের কারণে চিরকাল জান্নাতে থাকবে

"মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ"তে উল্লেখ রয়েছে: মুসলমান তার আমলের কারণে নয় বরং ভালো নিয়্যতের কারণে চিরকাল জান্নাতে থাকবে, কেননা যদি আমলের কারণে জান্নাতে থাকতো, তবে যতটুকু আমল করেছে ততটুকু বা তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি থাকতো কিন্তু যেহেতু মুসলমানের নিয়্যত হয়ে থাকে যে, যদি সে চিরকাল বেঁচে থাকে, তবে চিরকালই ইসলামে অটল থাকবে, অতএব ভালো নিয়্যতের কারণে আল্লাহ পাক তাকে চিরকাল জান্নাত প্রদান করবেন। অনুরূপ ভাবে কাফের তার খারাপ নিয়্যতের কারণে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, কেননা তারও এই নিয়্যতই হয়ে থাকে যে, যদি সে চিরকাল বেঁচে থাকে, তবে চিরকালই কুফরিতে লিপ্ত থাকবে, সুতরাং এই নিয়্যতের কারণে আল্লাহ পাক তাকে চিরকাল জাহান্নামে রাখবেন।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ১/৯৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রতি আমরা যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, তা যথেষ্ট নয়, কেননা তিনি আমাদের তাঁর প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে মুসলমান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

নিয়্যত সম্পর্কে ৬টি ঘটনা

(১) হাঁটাহাটির জন্য কোনো নিয়্যত পাচ্ছি না

হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওষুধ খাওয়ার পর তাঁর বিবি সাহেবা আরয করলেন: আপনি যদি ঘরে একটু হাঁটাহাঁটি

www.dawateislami.net

করে নেন, তবে ওষুধের প্রভাব ভালো হবে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তরে বললেন: আমি এই হাঁটার জন্য কোনো নিয়্যত পাচ্ছি না, আর আমি তো ত্রিশ বছর ধরে আমার প্রতিটি আমলের জন্য নিজেকে জবাবদিহি করছি যে, কোন আমল কোন কাজের জন্য করেছি। এখন এর কোন উত্তরই আমার কাছে নেই যে, আমি হাঁটাহাটি কেন করলাম। **(মিনহাজুল কাসিদীন, পৃষ্ঠা ১১২)**

(২) মাথা আঁচড়ানোর নিয়্যত ছিল, তবে আয়না দেখার ছিলো না

একজন বুযুর্গ মাথা আঁচড়াতে চিরুনী চাইলেন। তিনি তাঁর বিবি সাহেবাকে চিরুনী আনতে বললেন, তখন বিবি সাহেবা আরয করলেন: আয়নাও নিয়ে আসি? কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন: হ্যাঁ! (তাও নিয়ে আসো)। চুপ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: মাথা আঁচড়ানোর তো আমার নিয়্যত ছিল, কিন্তু আয়না দেখার নিয়্যত ছিল না, তাই চুপ ছিলাম, এমনকি আল্লাহ পাক আমার মনে এ নিয়্যতও তৈরি করে দিলেন। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫/১০১)**

(৩) খাওয়া এবং না খাওয়া উভয়ই নামাযের জন্য

হযরত ইসহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিয়্যত ব্যতীত রুটি খেতেন না, কেউ জিজ্ঞাসা করলেন খাওয়াতে তাঁর নিয়্যত কী হতো? বললেন: তিনি তখনই খেতেন, যখন তাঁর নামায পড়া কঠিন হয়ে যেতো এবং শরীরে শক্তি থাকতো না আর খাওয়া কমিয়ে দিতেন, যাতে নামাযের জন্য মনোযোগী হওয়া যায়। অতঃপর যখন খাবার কমিয়ে দেয়ার কারণে দূর্বল হয়ে যেতেন, তখন

www.dawateislami.net

শক্তি অর্জনের জন্য আবারো খাওয়া শুরু করে দিতেন। তাঁর খাওয়া এবং না খাওয়া উভয়ই নামাযের জন্য ছিল। **(বুস্তানুল আরিফীন লিন নববী, পৃষ্ঠা ৭৪)**

আল্লাহ ওয়ালাদের কী শান! অপরদিকে আমরা, স্বাদ গ্রহণের জন্য পানাহার করি। "বাহারে শরীয়ত" এ লিপিবদ্ধ রয়েছে: "تَلَذُّذ, تَنَعُّم" অর্থাৎ স্বাদ অর্জন করা এবং ভোগের জন্য খাওয়া একটি খারাপ গুণ।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৭৫, অংশ ১৬)

হায়! আমাদের কী হবে? এটা হালাল ও হারামের বিষয় নয়, তাকওয়ার বিষয়। কেউ যদি স্বাদ লাভের জন্য খায়, তবে তাকে গুনাহগার বলবো না কিন্তু যদি কোন ভালো নিয়্যত না থাকে, তবে কিয়ামতের দিন সেই খাওয়ার হিসাব দিতে হবে।

(৪) পাঠদানের জন্য যাওয়ার আগে নিয়্যত করতেন

হযরত আল্লামা শরীফ সামহুদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার শায়খ, যুগের ফকীহ শরফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন পাঠদানের জন্য বের হতেন, তখন আগে নিজের ঘরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে রিয়া থেকে বাঁচার এবং একনিষ্ঠতা অর্জনের জন্য নিয়্যত মনে মনে পুনরাবৃত্তি করতেন।

(ফয়যুল কাদীর, ২/২৮৬, ১৭২৫নং হাদীসের পাদটীকা)

অর্থাৎ প্রথমে দাঁড়িয়ে এই মানসিকতা বানিয়ে নিতেন যে, আমি যা করতে যাচ্ছি, তা শুধুমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য করবো, লোক দেখানো এবং রিয়ার জন্য করবো না।

রিয়ার সংজ্ঞা

"রিয়া" এর শাব্দিক অর্থ হলো "লোক দেখানো"। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইবাদত করাকে রিয়া বলা হয়। যেনো

www.dawateislami.net

ইবাদতের উদ্দেশ্য এটা হওয়া যে, লোকেরা তার ইবাদত সম্পর্কে জানুক, যাতে সেই লোকদের থেকে সম্পদ অর্জন করতে পারে বা লোকেরা তার প্রশংসা করুক কিংবা তাকে নেককার মানুষ মনে করুক অথবা তাকে সম্মান ইত্যাদি দিক। **(নেকীর দাওয়াত, পৃষ্ঠা ৬৬)**

(৫) যেমন নিয়্যত তেমন ফল

হে আশিকানে রাসূল! ভালো নিয়্যত ভালো এবং খারাপ নিয়্যত খারাপ ফল বয়ে আনে বরং অনেক সময় খারাপ নিয়্যতের খারাপ ফল সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিতও হয়ে যায়, যেমন; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: এক বাদশা একদা নিজের সম্রাজ্য পরিদর্শনে বের হলো। তখন এক ব্যক্তির ঘরে সে অবস্থান করলো, (বাড়ির মালিক বাদশাহকে চিনতো না) বাড়ির মালিক সন্ধ্যায় তার গাভীর দুধ দোহন করলো, তখন বাদশাহ এটা দেখে অবাক হয়ে গেলো যে, গাভী থেকে ৩০টি গাভীর সমপরিমাণ দুধ বের হলো! সে মনে মনে এই অভিনব গাভী ছিনিয়ে নেয়ার মন্দ নিয়্যত করে নিলো। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সেই গাভী থেকে অর্ধেক দুধ পেলো, বাদশাহ যখন বিস্ময় প্রকাশ করলো, তখন বাড়ির মালিক বলতে লাগলো: "বাদশাহ তার প্রজাদের সাথে অত্যাচার করার নিয়্যত করেছে, যার কারণে আজ দুধ অর্ধেক হয়ে গেছে, কেননা বাদশাহ যখন অত্যাচারী হয় তখন বরকত শেষ হয়ে যায়।" এই আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ অভিনব গাভীটি ছিনিয়ে নেয়ার নিয়্যত বর্জন করলো। অতএব পরদিন গাভীটি আবারো আগের সমপরিমাণ দুধ দিলো। এই ঘটনা থেকে বাদশাহ শিক্ষা পেলো আর সে নিজের প্রজাদের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করে দিলো। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫৩, হাদীস: ৭৪৭৫)**

www.dawateislami.net

(৬) নিয়্যতের ওপর আমলের অদ্ভুত ধরন

হযরত নাফেঈ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (যিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর খাদেম ছিলেন) বলেন: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا রোযা রাখতেন এবং হযরত বিবি সাফিয়া বিনতে উবাইদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর ইফতারের জন্য কিছু তৈরি করে দিতেন। একদিন তাঁর নিকট উন্নত মানের ডালিম আনা হলো তখন দরজায় একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "এটা তাকে দিয়ে দাও।" কিন্তু বিবি সাফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: "তার জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু রয়েছে।" অতঃপর বিবি সাফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আমাকে (অর্থাৎ হযরত নাফেঈ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) কে বললেন: তাকে অমুক জিনিসটি দিয়ে দাও। অতঃপর যখন সেই ডালিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর সামনে আনা হলো তখন তিনি বললেন: "এটা তুলে নাও এবং অন্য কোনো ভিক্ষুককে দিয়ে দাও, কারণ আমি এটি সদকা করার নিয়্যত করে ফেলেছি।"

(হুসনে আখলাক, পৃষ্ঠা ৮০)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আল্লাহর পথে দান করার নিয়্যতও ফিরিয়ে নিলেন না। যদিও (শুধু নিয়্যতের মাধ্যমে) তাঁর মালিকানায় কোনো পার্থক্য হয়নি, তবুও যেহেতু নিয়্যত করেছিলেন, তাই তা বাস্তবায়নের মানসিকতা ছিল।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

যত নিয়্যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি

"সহীহ বুখারী শরীফ" এর প্রথম হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে: "اِنَّمَا لِکُلِّ امۡرِیءٍ مَّانَوٰی" অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যা সে

www.dawateislami.net

নিয়্যত করেছে। ওলামায়ে কিরামের একটি দল বলেন: এই বাক্যের অর্থ হলো যে, বান্দা নেক আমলে যেমন ও যত নিয়্যত করবে, সে সেই অনুযায়ীই প্রতিদান পাবে, অর্থাৎ প্রথম বাক্যে এই বিষয়টির বর্ণনা রয়েছে যে, প্রত্যেক আমলকে ইবাদতে পরিণত করতে নিয়্যত শর্ত আর এই বাক্যে এই বিষয়টির বর্ণনা রয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তি নেক আমলে যেমন এবং যতবেশি নিয়্যত করবে, সে তেমনই এবং ততটাই সাওয়াব লাভ করবে। **(ইরশাদুস সারী, ১/৯৩)**

আলিমে নিয়্যত আলা হযরতের বরকতময় বাণী

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখন কাজ কিছুই বাড়ে না, শুধু নিয়্যত করার মাধ্যমে একটি নেক কাজ দশগুণ হয়ে যায়, তখন একটি নিয়্যত করা কিরূপ মূর্খতা এবং অযথা নিজের ক্ষতি।" **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/১৫৭)**

হে আশিকানে রাসূল! নিয়্যত বিষয়ক মাকতাবাতুল মদীনার দুটি কিতাব: ১. "সাওয়াব বৃদ্ধির উপায়" এবং ২. "বাহারে নিয়্যত" উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন। এই কিতাবগুলো দাওয়াতে ইসলামী ওয়েব সাইট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোডও করা যায়। এখন "খতমে বুখারী শরীফ" এর অনুষ্ঠানে আলোচিত বুখারী শরীফের শেষ হাদীসে পাক পাঠ করুন:

বুখারী শরীফের শেষ হাদীসে পাক

عَنْ اَبِیْ زُرْعَةَ، عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم "كَلِمَتَانِ حَبِیْبَتَانِ اِلَی الرَّحْمٰنِ، خَفِیْفَتَانِ عَلَی اللِّسَانِ، ثَقِیْلَتَانِ فِی الْمِیْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ"

www.dawateislami.net

অনুবাদ: হযরত আবু যুরআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের দুটি বাক্য অত্যন্ত প্রিয়, সেই দুটি বাক্য উচ্চারণে সহজ এবং আমলের পাল্লায় ভারী (আর সেই দুটি বাক্য হলো:) سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ۔ **(বুখারী, ৪/৬০০, হাদীস: ৭৫৬৩)**

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ পাকের নিকট এই বাক্য অত্যন্ত প্রিয়, তাই যে এগুলো পাঠ করবে, সে-ও প্রিয় হয়ে যাবে, তার যবান (ভাষা) প্রিয় হবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৩৩৮)**

ভালো চরিত্র অর্জনের উপায়

হযরত ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই বাক্য "سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ۔" উচ্চারণে সহজ হওয়ার কারণ হলো যে, এর বর্ণ সংখ্যায় কম এবং এই বাক্যের আমলের পাল্লায় ভারী হওয়া আর আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয় হওয়ার কারণ হলো এটাই যে, প্রথম বাক্যের প্রথম অংশ "سُبْحَانَ اللهِ" এই বিষয়টিকে প্রকাশ করে যে, আল্লাহ পাক ঐ সকল বিষয় থেকে মুক্ত, যা তাঁর পবিত্র দরবারের উপযুক্ত নয়। তাসবিহ অর্থাৎ سُبْحَانَ اللهِ পাঠ করা গুনাহ মিটানো এবং গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম। আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক سُبْحَانَ اللهِ পাঠকারী বা ঐ সকল ওযীফা যাতে আল্লাহ পাকের পবিত্রতার বর্ণনা করা হয়েছে, তা পাঠকারীকে ঐ সকল বিষয় থেকে পবিত্র করে দিবেন, যা এটি পাঠকারীর জন্য উপযুক্ত নয় এবং আল্লাহ পাক নিজের প্রশংসাকারীর মাঝে

www.dawateislami.net

উৎকর্ষতার গুণাবলী প্রকাশ করবেন, এই বাক্যটি বারবার পাঠ করার কারণে গুনাহ দূর হয় এবং এর মাধ্যমে উত্তম চরিত্র অর্জিত হয়। **(মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী, ১/৭৫৪)** হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকার ফলে মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ভালো নিয়্যতের উপকারিতা

হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "সহীহ বুখারী শরীফ" কে "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ আমল তার নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল।" এই হাদীস দ্বারা সূচনা করেন এবং এই হাদীস (অর্থাৎ বুখারী শরীফের শেষ হাদীস) দ্বারা তাঁর কিতাব শেষ করেন, এর কারণ হলো যে, নিয়্যতের হাদীসের সম্পর্ক দুনিয়ার সঙ্গে, যেহেতু দুনিয়া আমলের স্থান এবং আমলের সাওয়াব নিয়্যতে ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে বুখারী শরীফের শেষ হাদীসের সম্পর্ক আখিরাতের সঙ্গে, কেননা আমাদের আমলগুলো আখিরাতে ওজন করা হবে, এতে একটি উন্নত মানের ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমলের পাল্লায় তারই আমল ওজনে ভারী হবে, যার নিয়্যত ভালো হবে। আল্লাহ পাক আমাদের মাঝেও ভালো ভালো নিয়্যতের প্রেরণা জাগ্রত করুন এবং আমরাও যেনো নিয়্যতের জ্ঞান অর্জনকারী হই। আল্লাহ পাক তাওফিক দান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net